



7863 - যার উপরে রমযানরে কাযা রযোযা রযছে তার জন্থযে কশাওয়ালরে ছয় রযোযা রাখা শরযিতসম্মত হবযে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যযে ব্যক্তর রমযান মাসরে পর শাওয়ালরে ছয় রযোযা রযেছে কন্থু রমযানরে সবগুলো রযোযা রাখনে। শরযিতস্বীকৃত ওজররে কারণে রমযানরে দশটর রযোযা ভঙেগছে। সযে ব্যক্তর কশি ঐ ব্যক্তরর সম-পরমিণ সওয়াব পাবযে যযে ব্যক্তর গটো রমযান মাস রযোযা রযেছে এবং শাওয়াল মাসেও ছয় রযোযা রযেছে। সযে ব্যক্তর কশি গটো বছর রযোযা রাখার সওয়াব পাবযে? আশা করর, আমাদরেকযে অবগতি করবনে। আল্লাহ্ আপনাদরেকযে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রযি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

বান্দা যযেব আমল করে সগেলোর সওয়াবরে পরমিণ নর্রিধারণ করার দায়তিব আল্লাহর উপরে। বান্দা যদি আল্লাহর কাছযে প্রতদিন প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহর আনুগত্থরে পথযে অক্লান্ত পরশ্রম করে নশ্চয় আল্লাহ্ তার প্রতদিন নষ্ট করবনে না। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “নশ্চয় আল্লাহ্, ভাল কর্মশীলদরে প্রতদিন নষ্ট করনে না। যযে ব্যক্তরর দায়তিবযে রমযানরে রযোযা অবশষিট রযছে তার কর্তব্য হচ্ছযে, প্রথমযে রমযানরে রযোযা পালন করা; তারপর শাওয়ালরে ছয় রযোযা রাখা। কনেনা যযে ব্যক্তর রমযানরে রযোযা পূরণ করনে তার কষত্থরে এ কথা বলা চলযে না যযে, সযে রমযানরে রযোযা রাখার পর শাওয়ালরে ছয় রযোযা রযেছে।”

আল্লাহ্ই উত্তম তাওফকিদাতা এবং আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ্ ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরবার-পরজিন ও সাহাবীবর্গরে প্রতর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হযেক।